The Baily Star

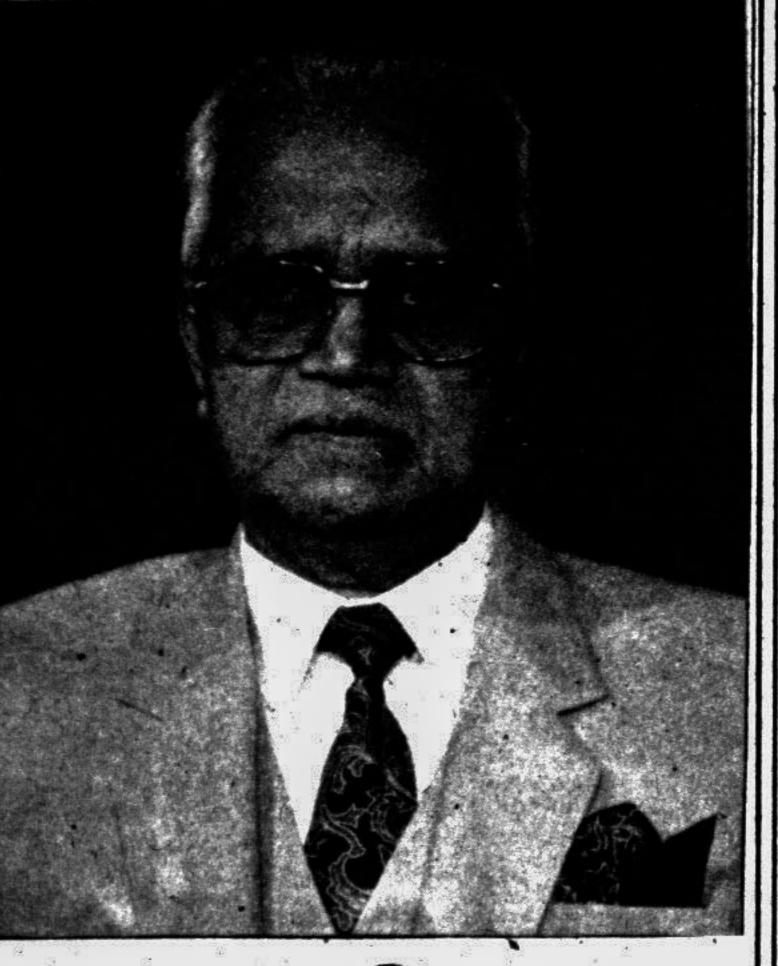
Special Supplement

March 8, 1996

International Women's Day, 1996 And the Women of Bangladesh

Sirajuddin Ahmed

Joint Secretary Ministry of Women and Children Affairs



বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আটই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নারী সমাজের কাছে এই দিনটি শ্ববিকার আদায়ের দিন, অনুদ্রেরণার উৎস।

আমাদের সমাজ সময়ের বিবর্তনে এগিয়ে চলেছে। নারীর অধিকার অর্জন ও উন্নয়নের পথ প্রতিনিয়ত প্রশাস্থ হচ্ছে, মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাছে। তাই এই দিবসে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সমূরত রাখার উপর্ গুরুতারোণ করা হয়েছে। আমাদেরকে দেশের নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্তরিক হওয়ার অসীকার করতে হবে। আমাদের বরণ রাখতে হবে নারী সমাজের অগ্রগতির সাথে জাতীয় অগ্রগতি ঘনিষ্ঠতাবে জড়িত। আমাদের নারীদের অধিকাংশ আজও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। নারী–বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি তাদের শিকা ও বাস্থ্যের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার প্রসারে দারিদ্র দুরীকরণে ব্যাপক कर्मनश्हात्मत गरका नाती नमारकत विराप करत पृश्च नातीरमत बना বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ ও কাণদান কৰ্মসূচী বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিকা, পারী এলাকার মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং উপ-বৃত্তি কর্মসূচী চালু করেছে। আমি আশা করি এসব কর্মসূচীর সফল বান্তবায়ন নারী সমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়ন তুরাবিত করবৈ। সুখের বিষয় নারী সমাজ এখন বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। শেশাগত জীবনের বিভিন্ন স্তরে নারী সমাজ বিস্তৃত করেছে তাদের কর্মপরিমন্ডল। তাদেরকৈ আরো সমন্বিতভাবে জাতীয় উন্নয়নের মৃশধারায় সম্পুক্ত করতে হবে।

অন্তেজতিক নারী দিবসে আমাদের অসীকার হোক–সমিলিভ প্রয়াসে আমরা নারী উন্নয়নে এবং তাদের আর্থ–সামাজিক ও নৈতিক অধিকার–প্রতিষ্ঠায় আরো দায়িত্বীল হবো। আন্তর্জাতিক নারী দিবস সকল হোক –আমি এই কামনা করি।

> আবদুর রহমান বিশ্বাস গণপ্রজাতনী বাংলাদেশ



আটই মার্চ অন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এই দিনটি যথায়ৰ মর্যাদাসহ পালন করা হচ্ছে।

আমাদের দেশে নারীসমাজের অধিকাংশই এখনো শিকার আলো থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে তারা তাদের মৌশিক ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। এসব কারণে তাদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা খুব একটা ভাল নর। ভারা বর্ধকরী কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে নিজেদের স্বাবলয়ী করে তুলতে

পারছে না। উপরস্ত তারা নির্যাতনের স্বীকার হছে। তাদের দুরবন্থা নিরসনে

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেশ কিছু বাস্তব সমত পদক্ষেপ গ্ৰহণ করেছে। সরকার নারী সমাজের পভাদপদতা বাস্তবায়ন করছেন। প্রাথমিক শিকা, অবৈতনিক শিক্ষা এবং শিক্ষা বৃদ্ভি

যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীর পাশাপাশি বিশেষ করে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য কর্মসূচী ব্যাপকভাবে চালু করেছেন বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্রিষ্ট वन्यान्य মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এলক্ষ্যে কাজ

করে যাচ্ছে। অন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলা ও বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কান্ধ করার দৃঢ অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে। দেশের জনসংখ্যার অর্থেকই নারী। এদের মর্যাদার সাথে স্বাবলয়ী করে তুলতে পারলে এই দিবস শালন সার্থক হবে বলে আমরা মনে

এম. আকমল হোসেইন ভারপ্রাপ্ত অভিরিক্ত সচিব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

on o march, 1007, the wonten workers of a Needle Producing Factory in New York. America. raised their voice against the inhuman and dangerous working environment, unequal wage and 12-hour working day of the factory. They became united against police action and formed a union on the 8 March. 1860. In the Second International Women's Conference held in Copenhagen. Denmark on 8 March 1910. Clara Jetkin. a women leader of Germany gave a clarion call to the world community to observe 8 March as International women's Day every year. In 1946 the Commission of the Status of Women (C.S.W) was established under UN for the advancement of women. For the Last 50 years C.S.W made major contribution to political, economic and social development of women. In 1984 the United Nations declared 8 March as the International Women's Day. The UN designated the day in the yearly calender as International Women's Day for reviewing and appraising the implementation of women's rights. The global celebration of this day is to symbolize the progress made in the areas of concern of upholding women's rights, as well as to publicise obstacles and discrimination that women The contribution of the tinited

Nations to the development of women in every sphere of their lives is remarkable. In 1972. the General Assembly proclaimed 1975 as International Women's Year to be devoted to promote equality between men and women. ensure the full integration of women in the field of development effort and to increase women's contribution to world peace. The First World Conference on Women was held in Mexico City from 16 June to 2 July, 1975 which proclaimed 1976-1985 as the UN Decade for Women. The Second World Conference on Women was held on 24-29 July. 1980. in Copenhagen. Denmark for sorting out course of action for the second half of the UN Decade for women. The Third World Conference on Women was held on 15-26 July, 1985, in Natrobi, Kenya which adopted the Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women-Equility. Development and Peace. In 1993 the Vienna Declaration recognised, that human rights of women and of the girl child are inalienable, integral and indivisible part of universal human rights. The Fourth World Conference on Women was held in Beijing China. 4-15 September, 1995, to review the implementation status of the Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women and adopted the Beijing Declaration and UN Platform for Action for the period 1995-2000. The government of Bangladesh attended the Fourth World accepted the Platform for

Action without any during the liberation war of Bangladesh in 1971, women were the worst victims. After independence the primary concern of the government was the rehabilitation of the war affected women and children. The Government considered the issue of women in development as one of the top priorities. The Constitution of 1972 guarantees equal rights for men and women. Legal reforms have been made to improve their status. In 1976, the government created Bangladesh Jatiyo Mahila Sangstha (Bangladesh National Women's Organization) Women Affairs Division in the President's Secretariat for the development of women. The Ministry of Women Affairs was created in 1978 with the responsibility of making policies and planning for the advancement of women in Bangladesh. The Ministry was redesignated as Ministry of Women and Children Affairs in 1994. Bangladesh Jatiyo Mahila Sangstha (BJMS. was developed as a statutory body in 1991, the responsibilities of BJMS are poverty alleviation. self reliance and creation of awareness. It provides skill. training and credit for selfemployment. In 1984, the Department of Women's affairs was established for

implementing the programmes

and projects of the Ministry of

Women and Children Affairs. Age-old tradition, social norms and values, ecogomic dependence and illiteracy contributed to the marginal position of women in the sharing of power and decision making at all levels. But. during the last two decades women's involvement in political process has achieved a spectacular rise in Bangladesh. -Women are increasingly participating in politics and at present they are at the top of leadership role. Femaleparticipation in national level elections in recent years has been remarkable. Women enjoy the right to vote as well as right to stand for elections and further enjoy reservation facilities both at the national

parliament was 15 in 1973 and it was raised to 30 in 1979. They occupied 10.6 percent of the total membership in the parliament in 1991-95. In order to secure a minimum representation of women members in the Union Parishad. Municipalities and City Corporation is direct and indirect election is followed. Number of reserved seats for women in the City Corporation mises 20 percent and three seats of members in the Union

and local body elections. The

reserved seats for women in the

In forder sto increase the participation of women in public administration. the government introduced a quota system for women. Under the arrangement, 10 percent gazetted and 15 percent nongazetted posts in the government offices and equivalent posts in the autonomous bodies are reserved for women. In 1987 women constituted 4 percent gazetted and 6.1 percent non-gazetted position. In 1992 they occupied 6.5 percent post of officers and 7.4 percent of staff position in

the public offices. They

constituted 8.2 percent of the

আটই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রতিবছরই দেশে এই দিনটি

উরয়ন কর্মকাণ্ডে নারী সমাজের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের

আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার উরয়নে নারী সমাজের অবদান

সৃদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অথচ তারা পারিবারিক ও

সামাজিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণকরীর ভূমিকায় এখনো পুরোপুরি আসতে

পারেনি। যত দ্রুত এ অবস্থার অনুকূল পরিবর্তন সাধন হবে, দেশের

মহিলা সমাজের বর্তমান অবস্থার উর্তিকল্পে- সরকার কার্যকর

কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছে। বিশেষ করে চতুর্থ বিশ্বনারী সম্পোদ

গৃহীত নারী উন্নয়নের জন্য বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার আলোকে সেপে

মহিলা উন্নয়ন ক্ষেত্রকে আরো প্রসার লাভ করানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত

রয়েছে। এরই প্রেকাপটে দেশের মহিলা উন্নয়নের জন্য সৃদ্রপ্রসারী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী উরয়দের জন্য উরয়নমূখী

অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে সমন্তি ও পুথক কর্মসূচী

বান্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ৩১টি ফোকাল পয়েন্ট গঠন

করেছে। সর্বোপরি জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

আশা করা যায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সন্মিলিত উদ্যোগ

মহিলাদের সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি দেশের সর্বস্তরের নারী সমাজের কল্যাণ

সারওয়ারী রহমান

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যথায়থ মর্যাদা ও গুরুত্বসহ পালন করা হয়।

উন্নয়ন ক্ষেত্রের অগ্রগতি ততই দ্রুত অর্জিত হবে।

কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কামনা করি।

Parishad and Municipality are

kept reserved for women.

total position in the public offices. In 1992 the number of women employees was 78037 out of 10.55508. Women are prominent in education and health services. The number of women teachers in schools and colleges, were 20 percent in 1992. In health and family welfare services their number was more than 20 percent. At the highest level of administration and judiciary. the rate of female participation is very low. From 1976 women are being recruited in the police force and from 1982 women are being recruited in the administration and judiciary.

Women are absent at Secretary. Ambassador. High Court judge Bangladesh is of one of the few countries to setup a strong machinery to promote the advancement of women, the Ministry of Women and Children Affairs. the Department of Women Affairs. the Bangladesh National Women's Organization were created to deal with development of women. The

Department of Women Affairs has offices in 22 districts and 136 thanas. 42 districts and 340 thanas are yet to have offices of DWA. The Bangladesh Jatiya Mahila Sangstha has branches in all districts and 60 thanas. Both the Department and the BJIVS should be strengthened. Women's human rights in Bangladesh are reflected in the constitution and other national laws. The Constitution provides that government can make special laws for improving the status of women. Bangladesh ratified the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in 1984. The government is implementing the provisions of CEDAW to eliminate discrimination against women. The Muslim Family Law Ordinance, the Dowry Prohibition Act. the

Family Court Ordinance, the

Child Marriage and Divorce

The government of Bangladesh created a Central Cell in the Ministry of Women and Children Affairs for repression of violence against women in 1990. There are similar Cells in the Department of Women's Affairs and Bangladesh Jatiya Mahila Sangstha. The government also formed committee are at district. thana and union levels for the same purpose. The Government set up a 15 member interministerial Committee headed by the Minister of State for

Women and Children Affairs in

1994. The responsibilities of

the committee is to monitor

and review the activities of the

central cell and take remedial

Registration Act were made to

empower women. In 1995 the

government enacted Women

and Children, Repression

(special provision) Act for

elimination of violence against

women and children.

measures. The committee also submit periodical reports to the office of the Prime Minister. Besides, the Ministry of Women and Children Affairs, the Ministry of Education. Health. Agriculture. Industry. Labour and Manpower. Planning. Finance. Relief. Rural Development and Cooperatives, and other line ministries and agencies. NGO's and Grammen Bankt are implementing projects and programmes for eliminating inequality in access to education, health, employment and other means to maximize awareness of rights and the use of their capacities. Focal points. have been identified in 32 ministries and agencies. The Ministry of Women and Children Affairs is acting as lead focal points at national and international levels. The National Council for Women's Development (NCWD) with the Prime Minister as its head was formed in 1995 for formulating

policies on WID.

The government is trying its best to improve the educational system in Bangladesh. To implement the constitutional provisions regarding education. the government has launched programmes to raise enrolment rate to 90 percent by year 2000. The literacy rate of the country was 32.9 percent for male and 14.8 percent for female in 1974 and in 1981 it was 31 and 16 respectively. The present national literacy rate is 35 percent-male 45 percent and female 24 percent. The gross enrollment ratio in primary school was for 59.8 maje and 40.2 for female in 1991. The present enrollment ratio of boys and giffs is 53:47. The gross enrollment rate has been raised to 88.5 for boys and 84.9 for girls. The gross enrollment rate was 76 percent in 1991 and it be increased to 85 percent in 1995. The completion rate increased from 41 percent in 1991 to 60 percent in 1993. The high drop-out rate is decreasing

very rapidly Health is an important phenomenon which is intricately related to a given socio-economic and cultural context. Females are more disadvantaged than males in terms of health and nutrition. In developed countries females normally outlive males by 5 to 10 years whereas in Bangladesh

males outlive females. The life expectancy at birth of males and females was 55.3 and 54.2 in 1981 and it increased in 57.1 for male and 57.0 for female in 1994. The maternal mortality was reduced from 6.5 per thousand in 1986 to 4.0 in 1994. The Government of Bangladesh is committed to implement the Convention on the Rights of the Child 1990, the United Nations Conference on Environment and Development 1992, the World Conference on Human Rights 1993, the International Conference on Population and Development 1994 and the World Summit for Social Development 1995. Bangladesh also agreed to implement the Platform for Action adopted in the Fourth World Conference on Women held on 4-15 September 1995 Beijing. The Platform for Action is an agenda for women's empowerment. It deals with the mission statement. global framework, the critical areas of concern, strategic objectives and actions, institutional arrangement and financial arrangement.

Most of the goals set out in the Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women have not been



৮ই মার্চ **অন্তর্জাতিক নারী দিবস। বাংলাদেশসহ** বিশ্বের নারী সমাজের অধিকার আদায়ের অসীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার উদযাপিত হচ্ছে। ১৮৫৭ সালে নিউইয়র্কে নারী মৃক্তি **আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। নিউইয়র্কের পথ ধরে** নারী সমাজ মেক্সিকো, কোপেনহেগেন, নাইরোবী, কায়রো ও বেইজিং শহরে মিলিত হয়েছে তাদের ভাগ্যোরয়নের কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে। নারী न्यारकत जना जार्भर्म् वर नित्न नाती युक्ति जात्मानत य नकन সংগ্রামী নারী সক্রিয়ভাবে সম্পুক্ত ছিলেন তাদৈরকৈ আমি গভীর শ্রদ্ধার नत चत्र कति। नाती मुक्ति वात्नानत्नत मृन नका नभाव्य नृतन्यत সাথে নারীর সমতা এবং উরয়ন ও শান্তির জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগড অধিকার আদায়।

অব্যাহত নারী আলোলনের পরেও জনজীবন ও নেতৃত্বে নারী-পুরুষের ব্যবধান কিছুটা হ্রাস পেলেও এখনো বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কৈত্রে ক্ষয়তা ও নীতি নিধারণৈ নারী সমাজের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত। বাংলাদেশে নারী সমাজ তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এখন ক্রমশঃ সচেতন হতে। দেশের সংবিধানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার নিষ্ঠিত করা হয়েছে। দেশে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের শব্দ্যে করেকটি সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দুঃস্থ মহিলাদের শিক্তি ও আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে এবং উর্য়ন তৎপরতার তাদেরকে সম্পুক্ত করার লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে ঝণ প্রদানের वावहो क्रा रखर्र।

আমার দৃঢ় বিশাস, দেশের নারী সমাজ সরকারী ও বেসরকারী এবং জাতীয় ও স্থানীয় সকল পর্যায়ে সম্মিলিভ প্রচেষ্টায় তাদের অধিকার আদায়ের অন্য সমাজ ও নিজৰ সংস্কৃতির আলোকে উপযোগী কর্ম-কৌশন ও সমৰিত পরিকলনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হবেন। জাতীয় উন্নয়নের বর্তমান গতিধারাকে আরো বেগবান করে তৃপতে সকল কেত্রে নারী সমাজের বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সাফল্য এবং সেই সাথে বাংলাদেশ ও বিষের নারী সমাজের সুখ, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করি।

> খালেদা জিয়া প্রধান মন্ত্রী গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ

achieved. Barriers to women's empowerment remain. Vast political, economic and ecological crises persist in many part of the world. Among them are wars of aggression. armed conflicts, colonial or other forms of alien domination or foreign occupation. civil wars and terrorism. A review of progress since the Nairobi Conference highlights special concernsareas of particular urgency that stand out as priorities for action. To this end. Governments, the international community and civil society, including nongovernmental organizations and the private sector should take strategic action in the following critical areas of

 The persistent and increasing burden of poverty on women: Inequalities and inadequacies in and unequal access to health eare and related services;

 Violence against women: The effects of armed or other kinds of conflict on women including those living under

foreign occupation: Inequality in economic structures and policies, in all forms of productive activities and in access to resources: Inequality between men and women in the sharing of power and decision-making at all

 Insufficient mechanisms at all levels to promote the advancement of women: Lack of respect for and inadequate promotion and protection of the human rights

of women: Stereoptyping of women and inequality in women's access to and participation in all communication systems.

especially in the media; · Gender inequalities in the management of natural resources and in the safeguarding of the

environment; Persistent discrimination against and violation of the rights of the girl child. The Beijing Declaration and the

Platform for Action was prepared in the light of the Continued on page 6

